রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৫, ২০১৬

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৪২-আইন/২০১৬।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২০(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) ''আইন'' অর্থ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);

(২) ''আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'' অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ান আনসার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্টগার্ড বাহিনী;

(৩) "ওয়ার্ড" অর্থ মহিলা সদস্যসহ কোন সদস্য নির্বাচনের জন্য ধারা ১৬ অনুসারে সীমা নির্ধারিত এলাকা;

(৪) ''কমিশন'' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

মূল্য : টাকা ১০৪.০০

(৫) ''জেলা পরিষদ'' অর্থ আইনের অধীন গঠিত জেলা পরিষদ;

(৬) "জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন ও অন্যান্য কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা;

(৭) ''জেলা পরিষদের ভোটার তালিকা'' অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন প্রণীত ভোটার তালিকা;

(৮) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৯) ''ধারা'' অর্থ আইনের ধারা;

(১০) ''নির্ধারিত'' অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত;

(১১) ''নির্বাচন'' অর্থ চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্যের প্রত্যক্ষ নির্বাচন;

(১২) ''নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল'' অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(১৩) ''নির্বাচনি এজেন্ট'' অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৪ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনি এজেন্ট;

(১৪) ''নির্বাচনি এলাকা'' অর্থ চেয়ারম্যান, মহিলা সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত কোন এলাকা;

(১৫) ''নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল'' অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল;

(১৬) ''নির্বাচনি দরখাস্ত'' অর্থ বিধি ৫৩ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনি দরখাস্ত;

(১৭) ''নির্বাচিত প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যাহাকে ধারা ২১ এবং এই বিধিমালার অধীন চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(১৮) ''পোলিং অফিসার'' অর্থ একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(১৯) ''পোলিং এজেন্ট'' অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৫ এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(২০) ''প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(২১) ''প্রার্থী'' অর্থ কোন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি;

(২২) ''প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ'' অর্থ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত কোন তারিখ;

(২৩) ''প্রিজাইডিং অফিসার'' অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৪) ''ফরম'' অর্থ বিধিমালার ''তফসিল-১'' এ বিধৃত ফরম;

(২৫) ''ফৌজদারি কার্যবিধি'' অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of ১৮৯৮);

(২৬) ''বাছাইয়ের তারিখ'' অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

(২৭) ''ভোটগ্রহণের তারিখ'' অর্থ নির্বাচনের জন্য বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের তারিখ;

(২৮) ''ভোটচিহ্ন প্রদান স্থান'' অর্থ এমন স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পেপারে ভোটচিহ্ন প্রদান করিতে পারেন;

(২৯) ''মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ'' অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ;

(৩০) "মহিলা সদস্য" অর্থ ধারা ৪(১)(গ) অনুসারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত পরিষদের সদস্য;

(৩১) ''রিটার্নিং অফিসার'' অর্থ বিধি ৫ এর অধীন নিযুক্ত একজন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩২) ''সদস্য'' অর্থ পরিষদের সদস্য, এবং চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **কমিশনের ক্ষমতা ও উহাকে সহায়তা প্রদান।**—(১) কমিশন, আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উহাতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) কমিশন এই বিধিমালার অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে, সেই কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচন পরিচালনা

৪। **ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।**—(১) ধারা ১৭(১) অনুযায়ী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন যদি থাকে, এর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচক মণ্ডলির তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

(২) ধারা ১৭(২) অনুযায়ী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জেলা পরিষদের প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য উক্ত নির্বাচক মণ্ডলির তালিকা হইতে একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

(৩) কোন নির্বাচকের নাম যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিবে তিনি সেই ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে, সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধিমালার অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করিবেন বা করাইবেন এবং কমিশন কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৬। **কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যাহার ।**—(১) কমিশন, নির্বাচনের সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, বা অন্য কোন সরকারি বা কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা, ভোট প্রদান বা গ্রহণে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোন ভোটারের ভোট প্রদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্টা চালান অথবা কোনভাবে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কোন ভোটারকে প্রভাবিত করেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষে অন্য কোন কাজ করেন, তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে কমিশন কর্তৃক কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করা হইলে—

(ক) কমিশন, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তৎক্ষণাৎ উক্ত ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকা ত্যাগ করিবার এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকার বাহিরে থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং

(খ) কমিশন উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ বিষয়টি প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) এ প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে যদি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অন্য কোন সরকারি দায়িত্ব পালনরত থাকেন, তাহা হইলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। **ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ।**—(১) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ধারা ৪ (১) এবং ১৪(১) এর অধীন বিভক্তিকৃত প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রের নাম কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন সে সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তালিকা প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তনক্রমে ভোটগ্রহণের তারিখের অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে চূড়ান্ত করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরও, বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিশন যে কোন ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে পারিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৫) পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথকভাবে ভোট প্রদান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষের বা বুথের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি ভোটকক্ষে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোপনীয় স্থান রাখিতে হইবে।

(৬) কোন প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে কোন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না।

(৭) সকল ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেকটি ভোট কক্ষে ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোপন কক্ষ থাকিবে।

৮। **প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইত্যাদির প্যানেল প্রস্তুত, নিয়োগ ও দায়িত্ব।**—(১) রিটার্নিং অফিসার, তাহার অধিক্ষেত্রভুক্ত জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলার সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে, নির্দিষ্ট শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং অনুরূপ অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ রিটার্নিং অফিসারকে তদ্‌নিয়ন্ত্রণাধীন অনুরূপ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের একটি তালিকা সরবরাহ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্যানেল প্রস্তুত করিবার পর, প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরি কমিশনের অধীনে ন্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তালিকার একটি কপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল হইতে প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যিনি কোন প্রার্থীর অধীন বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা ছিলেন।

(৪) আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্বে থাকিবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ চলাকালে প্রিজাইডিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালার অধীন প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৮) কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন, বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার কোন পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, উহার কারণ এবং অনুরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৯) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে বা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, জ্যেষ্ঠতম সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার তাহার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(১০) রিটার্নিং অফিসার, ভোটগ্রহণ চলাকালে যে কোন সময় কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং এইরূপে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্‌বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। **ভোটার তালিকা সরবরাহ।**—(১) সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উক্ত জেলার জন্য ধারা ৬(১)(গ) এর অধীন উল্লিখিত ভোটার তালিকার একটি সফ্‌টকপি এবং ধারা ১৭ অনুসারে প্রস্তুতকৃত জেলা পরিষদের নির্বাচক মণ্ডলির ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত জেলা পরিষদের নির্বাচক মণ্ডলির ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করিবেন।

১০। **নির্বাচন তফসিল।**—(১) কমিশন, চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ নির্ধারণ করিবে, যথা :—

(ক) যে তারিখ বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের এক বা একাধিক তারিখ;

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ;এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণের জন্য এক বা একাধিক তারিখ যাহা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের অন্তত পনের (১৫) দিন পরে হইবে।

(২) কমিশন উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং রিটার্নিং অফিসার তাহার কার্যালয়, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিস বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন শূন্য পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন জারির প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার, তদ্‌কর্তৃক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত সময়ের ব্যবধান রাখিয়া, মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নোটিস বোর্ড ও স্থানসমূহে টাঙ্গাইয়া জারি করিবেন এবং উহার অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

১১। **মনোনয়নপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি।**—বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া যথাশীঘ্র সম্ভব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ, সময় ও ওয়েব এ্যাড্রেস উল্লেখ থাকিবে।

১২। **মনোনয়ন।**—(১) চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নির্বাচক মন্ডলির তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার, ধারা ৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৬(১) এর অধীন সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে—

(ক) ধারা ৪ (১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ১৪(২) এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের নির্বাচক মন্ডলির তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন;

(খ) ধারা ৪ (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত সদস্য পদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ১৪ (১) এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের নির্বাচক মন্ডলির তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ৪ ও ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক' ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সদস্যের জন্য ফরম 'ক-২' মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে;

(গ) মনোনয়নপত্রে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য, ক্ষেত্রমত, তফসিল-২, তফসিল-৩ ও তফসিল-৪ এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে তাহার পছন্দমত প্রতীক উল্লেখ করিতে হইবে; এবং

(ঘ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারি চালান;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

(ই) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে একই পদের অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই; এবং

(ঈ) চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে ১২ ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি এবং সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি ;

তবে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য পদপ্রার্থী যদি পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার অধিবাসী হয়ে থাকেন, তাকেও ১২ ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি এবং সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি দাখিল করিতে হইবে।

(উ) চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্র যথাক্রমে ফরম 'ক', 'ক-১' ও 'ক-২' এর সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযোজন করিতে হইবে :

(১) তদ্‌কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহার রায় কি ছিল;

(৪) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তাহার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তাহার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তদ্‌কর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবক হিসাবে অথবা সমর্থক হিসাবে চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি পদের বিপরীতে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) মনোনয়নপত্র সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করা যাইবে, যথা:—

(ক) সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন; বা

(খ) কোন প্রার্থী অনলাইনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে—

(অ) প্রার্থী প্রথমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটের নির্ধারিত লিংকে প্রবেশ করিয়া জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, জন্ম তারিখ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলার নাম এন্ট্রি করিয়া রেজিস্ট্রেশন করিবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিবার সাথে সাথেই তিনি একটি ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড পাইবেন।

(আ) প্রাপ্ত ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড দিয়া লগইন করিবার পর চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনয়নপত্র ফরম-ক, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র ফরম ক-১ এবং সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র ফরম ক-২ পাইবেন।

(ই) প্রার্থী অনলাইনে সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্রটি পূরণ করিবেন। মনোনয়নপত্র পূরণ সম্পন্ন হওয়ার পর পূরণকৃত তথ্যাদি সঠিক আছে কিনা তাহা যাচাই করিবার পর উক্ত পূরণকৃত মনোনয়ন ফরমটি প্রিন্ট করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী ও প্রার্থী স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(ঈ) স্বাক্ষরিত মনোনয়ন ফরম, জামানতের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান এবং উপ-বিধি (৩) এর (উ) তে উল্লিখিত হলফনামা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির যথাযথস্থানে স্বাক্ষর করত স্ক্যান করিয়া পিডিএফ (Portable document format) আকারে দাখিল করিবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এস এম এস এর মাধ্যমে দাখিলের বিষয় নিশ্চিত করা হইবে।

(উ) রিটার্নিং অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র ফরম-খ তে লিপিবদ্ধ করিয়া ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন। প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর মনোনয়নপত্রে পঞ্চম খন্ডে উল্লেখপূর্বক প্রার্থীর নাম, দাখিলের তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন, কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদানপূর্বক পিডিএফ ফাইলের মাধ্যমে অনলাইনে প্রার্থীকে প্রদান করিবেন।

(ঊ) অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদির মূল কপি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের সাথে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন যে, অনলাইনে দাখিলকৃত কাগজপত্রের সাথে মূল কপির অবিকল মিল আছে।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে ।

(৭) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

(৮) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে দাখিল করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৯) রিটার্নিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে বর্ণিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর ফরম-'গ' অনুসারে প্রস্তুত করিয়া তাহার কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এইরূপ কোন স্থানে টাংগাইয়া দিবেন।

১৩। **জামানত।**—(১) প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্রের সহিত, চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান জমা দিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এ জমাকৃত জামানতের টাকার হিসাব ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করিবেন।

১৪। **মনোনয়নপত্র বাছাই।**—(১) প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপবিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্‌বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১২ বা ক্ষেত্রমত, বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সাথে যাচাই অন্তে সঠিক পাওয়া না গেলে; বা

(ঙ) বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (গ) এর উপদফা (উ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইয়াছে বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাই:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে, যেমন- প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারীর বা সমর্থনকারীর বা ভোটার এলাকার বা নির্বাচনি এলাকার নামের বানান ভুল অথবা তাহাদের কাহারো পরিচিতি নম্বর বা ভোটার নম্বর ত্রুটিপূর্ণ হইলে, এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিয়া বা বাতিল করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৫। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) বিধি ১৪ এর উপবিধি(৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উপবিধি (৩) এর অধীন নিযুক্ত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি ১৪ এর উপবিধি (৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত প্রার্থী বা কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপবিধি (৩) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপবিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রত্যেকটি জেলা পরিষদের জন্য একজন করিয়া কর্মকর্তাকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা বিধি ১০ এর উপবিধি (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারির সময়েই উক্তরূপ নিয়োগ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৪) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল, সরাসরি অথবা যেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং অনুরূপ আপিলের ক্ষেত্রে আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৬। **বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ।**—(১) রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপিল দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপিলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপবিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম ''ঘ'' তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিস বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

১৭। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার ।**—(১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিস, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে নিয়োজিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন দায়েরকৃত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিস কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিস প্রাপ্ত হইয়া রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিসে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত, তাহা হইলে তিনি নোটিসের একটি ফটোকপি তাহার কার্যালয়ের সহজে দৃষ্টিগোচরে আসে এইরূপ কোন স্থানে টাংগাইয়া দিবেন।

১৮। **কতিপয় কারণে নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল বা স্থগিতকরণে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা।**—মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তিনি উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, উক্তরূপ স্থগিত কার্যক্রম, ক্ষেত্রমত, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা নূতন তারিখ ধার্য করত সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

১৯। **প্রতীক বরাদ্দ।**—(১) কোন পদের জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকিলে প্রত্যেক প্রার্থীকে—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-২;

(খ) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৩; এবং

(গ) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৪;

এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে যতদূর সম্ভব মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতীক বরাদ্দ করিতে হইবে।

(২) নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে, প্রার্থীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীগণের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) যদি কোন নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা তফসিল-২ বা ৩ বা, ক্ষেত্রমত, ৪ এ প্রদত্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে কমিশন উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন যেইভাবে নির্দেশ দিবে, সেইভাবে রিটার্নিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

২০। ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।—ভোট গ্রহণের পূর্বে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২১। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচন।**—(১) চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা বিধি ২০ এর অধীন বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যুর পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা যদি একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম ''ঙ'' তে একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন।

(২) কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। **প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচন।**—(১) চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্তত: দশ দিন পূর্বে উপবিধি (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিস বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম ''চ'' অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এর অনুরোধে ফরম ''চ'' অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

২৩। ব্যালট বা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) মাধ্যমে ভোট গ্রহণ।—বিধি ২১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহা হইলে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে গোপন ব্যালট বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা:—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ''ইভিএম" অর্থ ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন।

২৪। নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে, তদ্‌কর্তৃক নিয়োগকৃত নির্বাচনি এজেন্ট বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচনি এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী উপবিধি (১) এর বিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচনি এজেন্টকে নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার বা স্বামীর নাম, মাতার নাম এবং ঠিকানাসহ নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর সত্যায়ন করিয়া অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে ফরম 'জ' অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং একজন নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার বিধানাবলি তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।**—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, ভোটগ্রহণ আরম্ভ হইবার পূর্বে, ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেকটি ভোটকক্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার তালিকাভুক্ত ভোটারদের মধ্য হইতে অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ভোট গ্রহণ শুরু হইবার পূর্বে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট উক্ত ভোটকেন্দ্রের জন্য নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্টের ১ (এক) কপি ছবিসহ নিয়োগপত্র তফসিল-১ এর ফরম 'জ-১' এ দাখিল করিবেন।

(৩) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তফসিল-১ এর ফরম 'জ-২' অনুসারে পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড রাখিবেন।

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, যে কোন সময়ে উপবিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করা হইলে বা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট উপবিধি (১) এ উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে উপবিধি (২) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) পোলিং এজেন্টকে তাহার নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র সংগে রাখিতে হইবে।

(৬) পোলিং এজেন্ট বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমের যেখানে স্বাক্ষর করা প্রয়োজন সেখানে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) পোলিং এজেন্ট নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করিয়া বিধি অনুযায়ী স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন এবং নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, এমন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৮) পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পূর্ববর্তী এক ঘণ্টা হইতে ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই ভোটকক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৯) কোন পোলিং এজেন্টকে ভোটকেন্দ্রে আসার পথে বাধা প্রদান করা হইলে বা ভোটকক্ষ বা ভোটকেন্দ্র হতে জোরপূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া হইলে সাথে সাথে তা সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার বা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে। লিখিত অভিযোগ ব্যতীত অন্য কোন অভিযোগ আমলে নেওয়া হইবে না।

(১০) ফলাফল গণনাকালে প্রত্যেক প্রার্থীর এক জন পোলিং এজেন্ট ভোটগণনা কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। প্রার্থী ভোট গণনাকালে কোন পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিবেন তাহাও ফরম-'জ-১' অনুসারে ভোট গণনার পূর্বেই প্রিজাইডিং অফিসারকে জানাইয়া দিবেন।

২৬। **একই সংগে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান।**—বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখে একই সংগে চেয়ারম্যান এবং সদস্য পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৭। **ভোটগ্রহণের সময়সূচি।**—রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচি সম্পর্কে, তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট ভোটারদের জানাইবেন।

২৮। **ব্যালট বাক্স।**—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার ফরম 'ঝ'-তে ব্যালট বাক্সের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে উক্ত হিসাব প্রদান করিবেন।

(২) ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ভোটকক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরু হইবার নির্ধারিত সময়ের অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবেন, যথাঃ—

(ক) ব্যবহার্য প্রত্যেকটি ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে;

(খ) উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনি বা পোলিং এজেন্টকে খালি ব্যালট বাক্স প্রদর্শন;

(গ) খালি ব্যালট বাক্সের নম্বর ও সিল নম্বরসমূহ উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের লিখিয়া রাখিবার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা এবং সিল করা; এবং

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখা যাহা একই সময়ে তাহার নিজের বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে।

(৪) ভোটগ্রহণ চলাকালীন কোন ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া গেলে অথবা উহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না গেলে, প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট বাক্স বন্ধ করার সিল নম্বর উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের লিখিয়া রাখিবার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবেন এবং উক্ত সিল দ্বারা ব্যালট বাক্স সিল করত: নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপবিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক ভোটকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এইরূপ প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক স্থানের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে উহা চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

২৯। **ব্যালট পেপার ফরম।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীকসহ ফরম ''ছ''-তে ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে।

(২) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম ''ছ-১'' এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে ''তফসিল-৩'' এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৯ এর উপবিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(৩) সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম ''ছ-২'' এ ছাপাইতে হইবে এবং উহাতে তফসিল ৪ এ উল্লিখিত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৯ এর উপবিধি (৩) এর অধীন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে উহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(৪) যদি চেয়ারম্যান পদে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম একই হয়, তাহা হইলে ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীগণের নামের সহিত তাহাদের পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) এবং মাতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাগজে ফরম ''ছ'', ''ছ-১'' এবং ''ছ-২'' ছাপাইতে হইবে।

(৬) বিধি ২২ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে যেই ক্রমে দেখানো হইয়াছে সেই ক্রমেই ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম ছাপাইতে হইবে।

৩০। **ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা।—**(১) প্রিজাইডিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, একসঙ্গে কতজন ভোটার একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপে অনুমোদিত ভোটার ও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য সকলকে উক্ত ভোটকক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, যথা:—

(ক) নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট ও প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট;

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচনি পর্যবেক্ষক; এবং

(ঙ) কমিশন কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার, উপবিধি (১) এর অধীন অনুমোদিত ভোটারের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, একসঙ্গে যতজন ভোটারকে একটি ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততজন ভোটারকে একসঙ্গে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটচিহ্ন প্রদানকক্ষে একাধিক ভোটারকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার ভোটদানের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে তাহার নিজের ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং ভোটারগণের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩১। **ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা।**—(১) কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করিলে অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের কোন আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্র হইতে অপসারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি যদি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩২। **ভোটার সম্পর্কে আপত্তি।**—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ভোট গ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটারকে লক্ষ্য করিয়া বা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভোট প্রদানে প্ররোচণামূলক কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না, তবে তাহারা নিম্নবর্ণিত কোন কারণে কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) যেই ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই ওয়ার্ডের জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রণীত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নাম নাই; বা

(খ) যেই তালিকায় ভোটার হিসাবে উক্ত ব্যক্তির নাম রহিয়াছে বলিয়া তিনি দাবি করিতেছেন, তাহা মিথ্যা; বা

(গ) উক্ত ভোটার পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন আপত্তির শুনানি গ্রহণ করিয়া উহার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩৩। **ভোটপ্রদানের স্থান ও ভোটার কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা।**—(১) একজন ব্যক্তি যে জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ভোটার, তিনি কেবল সেই জেলা পরিষদের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীকে একটি ভোট;

(খ) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীকে একটি ভোট; এবং

(গ) সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থীকে একটি ভোট ।

৩৪। ভোটপ্রদান পদ্ধতি।—(১) ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর, উক্ত ভোটারকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য একটি, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি ও সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে—

(ক) তাহার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোন অঙ্গুলিতে অমোচনীয় কালি দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

(খ) জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটারের ক্রমিক নম্বর এবং নাম উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিবেন; এবং

(গ) ব্যালট পেপারের পিছনে অফিসিয়াল সিলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইলে, জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক নম্বরে টিক চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে।

(৪) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রত্যেকটি ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিয়া ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিখিয়া রাখিবেন এবং উহাতে অফিসিয়াল সিলমোহর প্রদান করিবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) গোপন রাখিতে হইবে।

(৬) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন অথবা পূর্ব হইতে তাহার অঙ্গুলিতে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।

(৭) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, একজন ভোটার—

(ক) অবিলম্বে ভোটচিহ্ন প্রদানের লক্ষ্যে গোপন কক্ষে যাইবেন;

(খ) তিনি যেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত একটি সিলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন; এবং

(গ) অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার পর উহা ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৮) প্রত্যেক ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৯) যদি কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্যভাবে এইরূপ অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ভোটার উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালার অধীন ভোট প্রদান করিবেন।

৩৫। **নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।**—(১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশত তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, উহা ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অন্য একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে উক্ত ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসারকে আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপার স্বাক্ষর করিয়া বাতিল করিবেন।

(২) যদি কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর উহা ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উহা তাহার স্বীয় স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোটকেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার সন্নিকটে নষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করিতে হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার সকল নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপার সিলমোহরকৃত প্যাকেটে রাখিবেন এবং এইরূপ প্যাকেটে, চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য নির্বাচনের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নম্বরসহ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা অংক ও কথায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৬। **ভোটগ্রহণের সময় সমাপ্ত হইবার পর ভোটপ্রদান।**—ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর যেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৩৭। **কতিপয় পরিস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন বন্ধ রাখিবার ক্ষমতা।**—(১) নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কোন ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া উহা রিটার্নিং অফিসারকে অবগত করাইবেন, যথা:—

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ এমনভাবে বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হয় যে, উহা বিধি ২৭ এর অধীন ধার্যকৃত ভোটগ্রহণের সময়ে পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব নহে; বা

(খ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হইলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হইলে বা হারাইয়া গেলে বা এই পরিমাণ হস্তক্ষেপ করা হয় যে, সেই ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা যাইবে না।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে, রিটার্নিং অফিসার অবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং কমিশন উক্ত ভোটকেন্দ্রে নূতনভাবে ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিবেন, যদি না কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একই নির্বাচনি এলাকার অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা ভোটকেন্দ্রটির নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(৩) যেক্ষেত্রে কমিশন উপবিধি (২) এর অধীন পুনরায় ভোট গ্রহণের আদেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের অনুমোদনক্রমে—

(ক) নূতন ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ের মধ্যে এইরূপে নূতন ভোটগ্রহণ করা হইবে তাহা স্থির করিবেন; এবং

(খ) এইরূপে নির্ধারিত তারিখ এবং স্থিরকৃত স্থান ও সময় সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(৪) উপবিধি (৩) এর অধীন নূতন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে, ভোট প্রদানের অধিকারী সকল ভোটারকে ভোট প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে এবং উপবিধি (১) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না এবং এই বিধিমালার বিধানাবলি অনুরূপ নূতন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৮। **ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়।**—(১) ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণ স্ব স্ব ভোটকক্ষের ব্যালট পেপার সম্বলিত ব্যালট বাক্সসমূহের ঢাকনার জন্য ব্যবহৃতব্য সিল নম্বর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টদের লিখিয়া রাখিবার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া উক্ত সিল দ্বারা বাক্সের ঢাকনা সিল করিবেন এবং প্রত্যেকটি সিলকৃত ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্স বা ব্যালট বাক্সসমূহ বিধি ২৮ এর উপবিধি (৩) এর দফা (গ)-তে বর্ণিত বিধান মতে বা উপবিধি (১) অনুসারে যেইভাবে বন্ধ করা হইয়াছিল সেই অবস্থায় অক্ষত রহিয়াছে এবং এইরূপে নিশ্চিত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহের মধ্য হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে ব্যালট পেপার বাহির করিয়া,—

(ক) চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিবেন; এবং

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ভোট প্রদানের চিহ্নবিশিষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ নিম্নবর্ণিত ত্রুটিযুক্ত অবৈধ ব্যালট পেপার হইতে পৃথক করিবেন, যথা:—

(অ) সরকারি সিলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষরবিহীন ব্যালট পেপার;

(আ) প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর ব্যতীত অন্য কোন লিখন আছে অথবা সরকারি সিলমোহর এবং ভোট প্রদানের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন আছে অথবা কাগজের টুকরা বা অন্য কোন প্রকারের বস্তু সংযোজিত আছে এইরূপ ব্যালট পেপার;

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের চিহ্ন বিহীন ব্যালট পেপার;

(ঈ) একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে এইরূপ ব্যালট পেপার বা;

(উ) কাহার অনুকূলে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট নয় এইরূপ ব্যালট পেপার:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি দেখা যায় যে, ভোটচিহ্নটির অর্ধাংশের বেশি উক্ত প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ভোটচিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাবে বিভক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যালট পেপার বাতিল ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৯। **ভোট গণনা।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার, বিধি ৩৮ এর উপবিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী ব্যালট পেপারসমূহ যাচাই বাছাই করিবার পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে, তাহাদের উপস্থিতিতে,—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ সকল ভোট পৃথকভাবে গণনা করিবেন;

(খ) চেয়ারম্যানের জন্য ফরম "ঞ"-তে, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যের জন্য ফরম "ঞ-১" এবং সদস্যের জন্য ফরম "ঞ-২" -তে গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সুস্পষ্টভাবে অংকে ও কথায় লিপিবদ্ধ করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যালট পেপার বৈধ এবং অবৈধ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যালট পেপারসমূহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইটি করিয়া মোট ছয়টি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং উক্ত প্যাকেটসমূহের প্রত্যেকটিতে ভোটকেন্দ্রের নামসহ ছয়টিকে একটি প্রধান প্যাকেটে রাখিয়া উহা সিলমোহরকৃত করিবেন; এবং

(ঘ) দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বিবরণীসমূহ, দফা (গ) অনুসারে সিলমোহরকৃত ব্যালট পেপার সম্বলিত প্যাকেট এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি বিধি ৪০ এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পুনরায় ভোট গণনা করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) প্রয়োজনে, স্বীয় উদ্যোগে; বা

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা নির্বাচনি এজেন্টের বা পোলিং এজেন্টের সুনির্দিষ্ট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, যদি তাহার নিকট আবেদনটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট দাবি করিলে, উপবিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত গণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

৪০। **প্যাকেট রক্ষণীয় কাগজপত্র, ইত্যাদি।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটগুলি পৃথক প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্যাকেট সিলমোহর করিয়া মুখ বন্ধ করিবেন এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটে রক্ষিত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম ও নির্বাচনি প্রতীকের নাম প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঘ) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি অন্য একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) সদস্য পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট সম্বলিত প্যাকেটগুলি অন্য একটি প্রধান প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(চ) দফা (গ), (ঘ) এবং (ঙ)-তে বর্ণিত প্রধান প্যাকেটগুলি সরকারি সিলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ছোট প্যাকেটের সংখ্যা উল্লেখ করিয়া প্রধান প্যাকেটের উপরে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদ এবং সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল অবৈধ ব্যালট পেপার গণনা করা হয় নাই সেইগুলি পৃথক প্যাকেটে সংরক্ষণ করিবেন এবং প্যাকেটের উপরে উক্ত পদের নাম ও ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সরকারি সিলমোহর দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার উপরে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পৃথক প্যাকেটে রাখিয়া উক্ত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্যাকেটগুলি সিলমোহর করিবেন, যথা:—

(ক) ইস্যুকৃত নহে এইরূপ ব্যালট পেপারসমূহ (মুড়িপত্রসহ);

(খ) বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপারসমূহ;

(গ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(ঘ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকার অনুলিপিসমূহ;

(ঙ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসমূহ;

(চ) সরকারি সিলমোহর ও ভোট মার্কিং সিল; এবং

(ছ) রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম-"ট" তে, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম-"ট-১" তে এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম-"ট-২" তে ব্যালট পেপারের পৃথক হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার এই বিধির অধীন তদ্‌কর্তৃক সিলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরিত প্রত্যেকটি বিবরণী এবং প্যাকেটের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট, যদি তাহারা উপস্থিত থাকেন ও স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন, এর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার তদ্‌কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যাকেটসমূহে ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য রেকর্ড ও দ্রব্যাদি অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪১। ফলাফল একত্রীকরণের নোটিশ, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে লটারি, ইত্যাদি।—(১) রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে উপস্থিত থাকিবার লক্ষ্যে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টগণের সম্মুখে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করিবেন।

(২) ফলাফল একত্রীকরণ করিবার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদকৃত ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোন ব্যালট পেপার এইরূপে বাদ দেওয়া সঠিক হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করা হইয়াছে উহা তাহার পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে গণনা করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিধি ৩৮ এর উপবিধি (৩) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কোন কারণে বাতিল করিতে পারেন এইরূপ ভোট ব্যতীত, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে শামিল করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (৩) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে পৃথকভাবে দেখাইবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার কোন ভোটকেন্দ্রের বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করিবেন না, যদি না—

(ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করেন এবং রিটার্নিং অফিসার উক্ত আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন; অথবা

(খ) তিনি কমিশন কর্তৃক ইহা করিতে আদিষ্ট হন।

(৬) চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য, সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সমভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার লটারির মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করিবেন। লটারি যে প্রার্থীর অনুকূলে পড়িবে তিনি সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং রিটার্নিং অফিসার তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন। উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টের সামনে, যদি উপস্থিত থাকেন, লটারি করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লটারির সম্পূর্ণ কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করিয়া একটি কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর প্রদানে ইচ্ছুক উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

৪২। **ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা, তালিকা প্রস্তুত এবং উহার সত্যায়িত কপি সরবরাহ ইত্যাদি।**—(১) রিটার্নিং অফিসার, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র হইতে বিধি ৪০ এর উপবিধি (৬) এ উল্লিখিত ভোট গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপারের হিসাব প্রাপ্তির পর, বা বিধি ৪১ এর উপবিধি (৬) এর অধীন লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত ফলাফল পাইবার পর তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের কিংবা তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের উপস্থিতিতে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, চেয়ারম্যানের জন্য ফরম 'ঠ', সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যের জন্য ফরম 'ঠ-১' এবং সদস্যের জন্য ফরম 'ঠ-২' তে একীভূত করিবেন, এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন গণনার ফলাফল প্রাপ্তির পর গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও উপবিধি (১) এর অধীন একত্রীকরণের ফলে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে অংকে ও কথায় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, উপবিধি (২) এর অধীন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর অবিলম্বে কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফরমে, একত্রীকরণ বিবরণীসহ নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি তালিকা দাখিল করিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রীকরণ বিবরণী এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবার পর, যে সকল প্যাকেট ও বিবরণী ফলাফল একত্রীকরণের জন্য খোলা হইয়াছিল, অবিলম্বে সেইগুলিকে পুনরায় ভর্তি করিয়া সিলমোহর করিবেন, এবং উপস্থিত প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে, তাহারা ইচ্ছা করিলে, অনুরূপ প্যাকেটগুলিতে তাহাদের দস্তখত ও সিলমোহর প্রদানের জন্য অনুমতি দিবেন।

(৬) রিটার্নিং অফিসার, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে, যাহারা একত্রীকরণ বিবরণী ও নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা পাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ', সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ-১' এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ-২' এ একীভূত ভোট গণনার বিবরণী ও নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকার সত্যায়িত কপি সরবরাহ করিবেন।

৪৩। **ফলাফল গেজেটে প্রকাশ।**—রিটার্নিং অফিসার, বিধি ২১ এর অধীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত এবং বিধি ৪২ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা ফরম 'ড'-তে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সম্বলিত উক্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪৪। **জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি।**—(১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, উক্ত প্রার্থীর জামানতের টাকা যেই চালানমূলে সরকারি কোষাগারে জমা করা হইয়াছে, সেই চালানের মূল কপির পিঠে ''জামানতের টাকা অবমুক্ত করা হইল'' মর্মে প্রত্যয়ন লিপিবদ্ধ করিয়া রিটার্নিং অফিসার স্বাক্ষর প্রদান করিবেন এবং স্বাক্ষরের নিচে তাহার নাম ও পদবি সম্বলিত সিলমোহরাঙ্কন করিয়া প্রার্থীকে বা জামানত প্রদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে উক্ত চালান ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে অথবা তিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিলে বা নির্বাচন অনুষ্ঠান হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার প্রার্থিতার বিপরীতে প্রদত্ত জামানত উক্ত প্রার্থীকে বা জামানত প্রদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে অনুরূপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভোটগ্রহণ বা ভোটগণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশ অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাজেয়াপ্তের প্রতিবেদন ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনি দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত কোন প্রার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্তও করা যাইবে না।

৪৫। **দলিলপত্র সংরক্ষণ, জনসাধারণের পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান—(১)** রিটার্নিং অফিসার, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিধি ৪০ এর অধীন প্রাপ্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত সকল দলিল দস্তাবেজ, ব্যালট পেপার ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ে ও শর্তাধীনে প্রত্যেক দলিল বাবদ একশত টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে, অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৩) উপবিধি (২) এ উল্লিখিত দলিল, দস্তাবেজের অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাইবে।

(৪) উপবিধি (২) বা (৩) এর অধীন দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সহিত বিশ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪৬। **দলিলপত্রের নিষ্পত্তি।**—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, অথবা, বিধি ৫৩ এর অধীন কোন নির্বাচনি দরখাস্ত পেশ করা হইলে, উহা নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব কমিশন যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে বিধি ৪৫ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্র নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
নির্বাচনি ব্যয়

৪৭। **নির্বাচনি ব্যয়।**—প্রচারপত্র বা প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ নির্বাচনি ব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উহা বিধি ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪৮। **সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী।**—(১) প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত তাহার নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস এবং ব্যয়ের সম্ভাব্য খাতসমূহ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ঢ" তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন, যথা:—

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে উহার পরিমাণ এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কর্জ করা হইবে বা দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হইতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ; এবং

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য এইরূপ অর্থ এবং উক্ত আয়ের উৎস।

ব্যাখ্যা—এই উপবিধিতে ''আত্মীয়-স্বজন" অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নি।

(ঙ) ফরম-'ঢ' এর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত যে সমস্ত খাতে প্রাপ্য অর্থ ব্যয় হইতে পারে উহার একটি খাতওয়ারি ব্যয়ের হিসাব।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর সহিত; প্রার্থীর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর কপি, উপবিধি (২) এ উল্লিখিত সম্পদ বিবরণী সম্বলিত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং উহার একটি কপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত কোন উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে কোন অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ অর্থ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে উহা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সহিত এইরূপ প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করিয়া একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

৪৯। **নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা।**—(১) চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, এবং

(আ) নির্বাচনি ব্যয় বাবদ, সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(খ) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, এবং

(আ) নির্বাচনি ব্যয় বাবদ, সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহারও মাধ্যমে নির্বাচন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত বিধিমালার পরিপন্থি কোন কার্যকলাপে কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

(৪) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, ব্যক্তিগত খরচ বাবদ অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে, অনুরূপ খরচের একটি বিবরণী তাহার নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট, যেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নীচে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি বিল এবং নির্বাচনি ব্যয় হিসাবে পরিশোধিত প্রত্যেকটি ব্যয়ের হিসাব প্রত্যয়ন করিবেন।

৫০। **নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণ।**—প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হন, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী—

(ক) ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৪৯ এর অধীন শুধুমাত্র নির্বাচনি ব্যয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলিবেন; এবং

(খ) প্রত্যেক প্রার্থী দফা (ক) তে উল্লিখিত হিসাব হইতে, ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, নির্বাচনি ব্যয়ের নিমিত্ত সকল অর্থ ব্যয় করিবেন।

৫১। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল।**—(১) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট, বিধি ২১ বা বিধি ৪৩ অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফরম 'ণ' তে নির্বাচনি ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:

(ক) প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী;

(খ) বিধি ৫০ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা হিসাবে জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণীর একটি কপি;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত, যদি থাকে, ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল বিতর্কিত দাবির একটি বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল অপরিশোধিত দাবির, যদি থাকে, একটি বিবরণী; এবং

(চ) নির্বাচনি খরচের জন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, উহা প্রাপ্তির প্রমাণসহ উক্তরূপ প্রাপ্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণী।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সহিত যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, সেইক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা ফরম-'ত' অনুসারে; যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা ফরম 'ত-১' অনুসারে এবং নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা ফরম-'ত-২' অনুসারে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫২। **নির্বাচনি ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ।**—(১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ৫১ এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন তাহার অফিসে বা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করিবেন যাহা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, পরবর্তী ০১ (এক) বৎসর সময়কাল পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (ঘ) এর উপদফা (উ), বিধি ৪৮ এবং বিধি ৫১ অনুযায়ী যথাক্রমে দাখিলকৃত হলফনামা, সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন কমিশনের ওয়েব সাইটে জনগণের অবগতির জন্য প্রদর্শিত হইবে।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন বা উহার কোন অংশের কপি, যে কোন ব্যক্তিকে পৃষ্ঠা প্রতি ০৫ (পাঁচ) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে, সরবরাহ করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নির্বাচনি বিরোধ

৫৩। **নির্বাচনি দরখাস্ত।**—(১) ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, উপবিধি (২) এর অধীন নির্বাচনি দরখাস্ত দাখিল ব্যতীত, নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৫৪। **নির্বাচনি দরখাস্তের পক্ষগণ।**—নির্বাচনি দরখাস্তকারী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসেবে পক্ষভুক্ত করিবেন, যথা:—

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনি আচরণের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

৫৫। **নির্বাচনি দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি।**—(১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪৩ এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনি দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং বা তাহার নিকট হইতে যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনি দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জামানত হিসাবে সরকারি ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট খাতে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য নির্বাচনের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমা করা হইয়াছে মর্মে একটি রসিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারকালে যে কোন সময়ে, দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থও উপবিধি (৩) এ বিধৃত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক জমা করিতে হইবে, এবং রিটার্নিং অফিসার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনি দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রার্থিত প্রতিকার স্পষ্টরূপে নির্বাচনি দরখাস্তে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৫৬। **নির্বাচনি দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।**—প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন আর্জি সত্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫৭। **নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্র এবং এখতিয়ার।**—এই বিধিমালার অধীন নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারের জন্য কমিশন, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে।

৫৮। **নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।**—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল এর থাকিবে এবং উহা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮০ ও ৪৮২ এর অধীন এখতিয়ার সম্পন্ন একটি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। **প্রতিকার।**—নির্বাচনি দরখাস্তের দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘোষণা দাবি করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল;

(খ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন; বা

(গ) নির্বাচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল।

৬০। **নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল এবং নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেকটি নির্বাচনি দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল—

(ক) কোন সাক্ষীর জবানবন্দি চলাকালে তদ্‌প্রদত্ত সাক্ষ্যের সারমর্ম সম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করিবেন, যদি না কোন সাক্ষীর পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয়; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যদি উহা বিবেচনা করেন যে, উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে তাহাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হইয়াছে।

৬১। **নির্বাচনি দরখাস্ত এবং নির্বাচনি আপিল নিষ্পত্তি।**—(১) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনি দরখাস্ত প্রাপ্তির পর দরখাস্তে উল্লিখিত সকল বিবাদীকে নোটিস প্রদান করিবেন।

(২) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল, দরখাস্তকারীকে এবং দরখাস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদীগণকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের পর উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন নির্বাচনি দরখাস্ত দাখিলের ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে এবং নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচনি আপিল দায়েরের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল নির্বাচনি দরখাস্ত শুনানির পর কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে—

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল; বা

(খ) নির্বাচিত প্রার্থী মনোনয়নের তারিখে চেয়ারম্যান, বা ক্ষেত্রমত, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা ক্ষেত্রমত, সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ছিলেন; বা

(গ) দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনি আচরণ দ্বারা নির্বাচনি ফলাফল অর্জন করা হইয়াছে বা উক্তরূপ ফলাফল অর্জনের জন্য উক্তরূপ কার্যকলাপ বা আচরণ করা হইয়াছে; বা

(ঘ) নির্বাচিত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরস্পর যোগসাজশে কোন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বা বেআইনি আচরণ করা হইয়াছে; বা

(ঙ) নির্বাচিত প্রার্থী বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) এ বর্ণিত নির্বাচনি ব্যয়ের সীমার অতিরিক্ত অর্থ খরচ করিয়াছেন।

৬২। **সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ এর প্যাকেট খুলিবার আদেশ।**—(১) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য উহার মুড়িপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ সম্বলিত প্যাকেট খুলিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল উপবিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে ব্যক্তি, সময়, তারিখ, স্থান এবং পরিদর্শনের পন্থা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৩) নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের সময় এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন যেন ভোট প্রদানের গোপনীয়তা প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

(৪) এই বিধিতে যেরূপ বিধান আছে সেইরূপ ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে রিটার্নিং অফিসারের জিম্মায় থাকা কোন বাতিলকৃত বা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শন করিতে দেওয়া যাইবে না।

৬৩। **নির্বাচনি দরখাস্ত বা নির্বাচনি আপিল প্রত্যাহার ও বাতিল।**—(১) কোন নির্বাচনি দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি আপিল, শুনানিকালীন যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী বা, ক্ষেত্রমত, আপিলকারী যথাক্রমে নির্বাচনি দরখাস্ত বা নির্বাচনি আপিল প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

(২) দরখাস্তকারী বা আপিলকারীর মৃত্যু হইলে নির্বাচনি দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি আপিল, বাতিল হইয়া যাইবে।

৬৪। **খরচ।**—নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল, বিধি ৬১ এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করিলে খরচ (cost) সম্পর্কে উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যেইক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেইক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং যদি দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট (৬০) দিনের মধ্যে দাবি করা না হয়, তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ দরখাস্তকারীকে অথবা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে আবেদনের ভিত্তিতে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৬৫। **নির্বাচনি দরখাস্ত ও নির্বাচনি আপিল বদলীকরণের ক্ষমতা।**—কমিশন নিজ উদ্যোগে, অথবা নির্বাচনি দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি আপিলের কোন এক পক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি দরখাস্ত বা নির্বাচনি আপিল এক নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালে, বা ক্ষেত্রমত, এক নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালে বদলি করিতে পারিবে এবং যেই ট্রাইব্যুনালে উহা এইরূপে বদলি করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত যেই পর্যায়ে বদলি করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য বা আপিল শুনানি চালাইয়া যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনি দরখাস্ত বা নির্বাচনি আপিল যেই ট্রাইব্যুনালে বদলি করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতোপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৬৬। **নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের সংক্ষিপ্তসার কমিশনকে অবহিতকরণ।**—নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত, আপিল, নিষ্পত্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিষ্পত্তি আদেশের সারাংশ কমিশনকে জানাইবে এবং উক্ত আদেশের একটি সত্যায়িত কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

৬৭। **নির্বাচনি দরখাস্তের একতরফা নিষ্পত্তি।**—যদি কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন বিবাদী মৃত্যুবরণ করেন বা তিনি নির্ধারিত ফরমে দরখাস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক নহেন মর্মে নোটিস প্রদান করেন এবং উক্ত দরখাস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর কোন বিবাদী না থাকে, তাহা হইলে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল, আর কোন শুনানি ব্যতীত অথবা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দিয়া দরখাস্ত একতরফা নিষ্পত্তি করিবে।

৬৮। **হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচনি দরখাস্ত বাতিল।—(১)** নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি আপিল, দাখিলের পর নির্ধারিত তারিখে দরখাস্তকারী বা, ক্ষেত্রমত, আপিলকারী উপস্থিত না থাকিলে, নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল, উক্ত দরখাস্ত বা, ক্ষেত্রমত আপিল, খারিজ করিয়া দিতে পারিবে এবং খরচ সম্বন্ধে তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড ও পদ্ধতি

৬৯। **অনৈতিক কার্যকলাপ ও শাস্তি।**—(১) কোন ব্যক্তি অনৈতিক বা নীতি বিগর্হিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি—

(অ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনকে পরিকল্পিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনে অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী বা তাহার কোন আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত বিবৃতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন; বা

(আ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক প্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছে কি হয় নাই মর্মে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন; বা

(ই) কোন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করেন;

(খ) কোন প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণ, উপদল বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে ভোট প্রদানের বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান বা প্ররোচিত করেন; বা

(গ) ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত বা অপেক্ষায় আছেন এমন কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান করিয়া ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭০। **বেআইনি আচরণ ও শাস্তি ।—(১)** আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বেআইনি কার্যকলাপের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন;

(খ) বিধি ৪৮, ৪৯ বা ৫১ এর বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হন বা লংঘন করেন;

(গ) ভোট প্রদানের যোগ্য নহেন সত্ত্বেও, কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন;

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন;

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান বা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন;

(চ) ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার অন্যত্র সরাইয়া ফেলেন;

(ছ) জ্ঞাতসারে, কোন প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে, নিজে এবং নিজ পরিবারের সদস্যগণকে ব্যতীত, অন্য কোন ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে আনা বা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন যান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ধার নেন, নিয়োগ করেন বা ব্যবহার করেন; বা

(জ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে দফা (ক) হইতে (ছ) তে বর্ণিত যে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত বা বাধা প্রদান করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭১। **ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান ও শাস্তি।—(১)** কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকার বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থী না হইবার বা প্রার্থী না হইবার কারণে ঘুষ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন।

(২) কোন ব্যক্তি ঘুষ প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখিতে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত রাখিতে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে পুরস্কৃত করেন।

ব্যাখ্যা:—এই বিধিতে ‘‘ঘুষ” বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য কোন সুবিধা বা অবৈধ আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্বপ্রকার আপ্যায়ন বা নিযুক্তি বুঝাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭২। **অন্যের নাম ধারণের শাস্তি** ।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন জীবিত, মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার সংগ্রহ করেন বা সংগ্রহের চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৩। **অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি** ।—(১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে—

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(উ) কোন সরকারি প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন।

(খ) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদান করিবার কারণে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার কারণে, দফা (ক) এর উপদফা (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত কোন কাজ করেন;

(গ) অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে—

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন; বা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা:—এই বিধিতে "সম্মানহানি" বলিতে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৪। **ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও শাস্তি ।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনি এলাকার ভোটাগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ (বত্রিশ) ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত্রি ১২টা হইতে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন আক্রমণাত্মক কাজ বা বিশৃংখলামূলক আচরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার বা নির্বাচনি কার্যে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; বা

(গ) কোন অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপবিধি (১)অথবা (২) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৫। **ভোটকেন্দ্র বা উহার নিকটস্থ স্থানে নির্বাচনি প্রচারণা করিবার শাস্তি ।—(১)** কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রচারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোটের জন্য প্রচারণা চালান;

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন;

(গ) কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করিবার জন্য বা কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের জন্য এবং ভোটকেন্দ্রের ১০০ (একশত) গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত ভোটারগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিস, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন বা সংকেত প্রদান করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৬। **ভোট গ্রহণের তারিখে মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি** ।—কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহণের তারিখে—

(ক) কোন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী যন্ত্র ব্যবহার করেন;

(খ) অনবরত ভোটকেন্দ্রে শোনা যায় এমনভাবে চিৎকার করেন;

(গ) এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা—

(অ) ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোন ভোটারকে বিরক্ত করে বা তাহার অসন্তোষ ঘটায়; বা

(আ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত কোন কাজ করিতে সহায়তা করেন।

৭৭। **মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, ইত্যাদি বিকৃত বা নষ্ট করিবার শাস্তি** ।—কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপর সরকারি সিলমোহর ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা বিনষ্ট করেন;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হইতে কোন ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইয়া যান, অথবা কোন ব্যালট বাক্সের ভিতরে আইন অনুসারে ঢুকাইতে পারিবেন এইরূপ ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার, কাগজ বা বস্তু ঢুকান;

(গ) ভোটকেন্দ্রের বাহিরে কোন ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপার বহি নিজ দখলে রাখেন বা জনসাধারণকে উহা প্রদর্শন করেন;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত—

(অ) কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন;

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করেন; বা

(ই) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কৃত কোন সিলমোহর ভাঙ্গেন;

(ঙ) কোন ব্যালট পেপার বা মার্কিং সিল জাল করেন;

(চ) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে অনুসরণীয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভ করিতে, পরিচালনা করিতে বা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন;

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন বা দখল করিবার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষভাবে সমর্থন প্রদান করেন;

(জ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য কোন বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা সুশৃংখলভাবে ভোট গ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে;

(ঝ) ভোটকেন্দ্র হইতে কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টগণ বা পোলিং এজেন্টগণকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন;

(ঞ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা অসৎভাবে ব্যবহার করেন; বা

(ট) কেবল তাহার সমর্থক বা তাহার প্রার্থীর সমর্থকগণকে ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন।

(২) উপবিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপবিধি (১) এর দফা (ক) হইতে (ট) তে বর্ণিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭৮। **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি** ।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোন প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষায় সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পূর্বে সরকারি সিলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করেন; বা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তদ্‌সম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

৭৯। **কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানে প্ররোচিত, ইত্যাদি করিবার শাস্তি** ।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য অন্যূন ৬(ছয়) মাস ও অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদান করা হইতে নিবৃত করেন;

(গ) কোনভাবে কোন ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন; বা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করেন।

৮০। **নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি** ।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা এই বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি অন্যূন ৬(ছয়) মাস এবং অনধিক ১(এক) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮১। **সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি** ।—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

৮২। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি ।—(১)** এই বিধিমালার অধীন কৃত অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ দাখিল, তদন্ত, শুনানি, আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি এর বিধানাবলি অনুসরণ করা হইবে।

(২) বিধি ৭৮, বিধি ৭৯, বিধি ৮০ ও বিধি ৮১ এর অধীন বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধসমূহ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

(৩) আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে এই বিধিমালার অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে (Summary Trial) অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির Chapter XXII, বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

৮৩। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা**।—ধারা ২০ এর বিধান প্রতিপালনের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধিতে বা আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য—

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হইলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬৯ এর উপবিধি (১) এর দফা (গ), বিধি ৭০ এর উপবিধি (১) এর দফা (গ), (ঘ), (ঙ), (চ) ও (ছ), বিধি ৭১ বিধি ৭২, বিধি ৭৩, বিধি ৭৪, বিধি ৭৫, বিধি ৭৬, বিধি ৭৭ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) এবং বিধি ৭৯ এর অধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য অথবা শান্তি ও আইন শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য, উক্ত কার্যবিধির অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিবার যেরূপ ক্ষমতা আছে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন:

(খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার, বা ক্ষেত্রমত কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দফা (ক) তে উল্লিখিত বিধির অধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(গ) বিধি ৩১ মোতাবেক প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিধি ৭৫ এর উপবিধি (১) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত কোন নোটিস, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অপসারণ করিতে পারিবেন;

(ঙ) বিধি ৭৬ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত কোন যন্ত্রপাতি বা বাদ্যযন্ত্র জব্দ করিতে পারিবেন; এবং

(চ) আইন ও এই বিধিমালার অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮৪। **পোস্টার, তোরণ, ইত্যাদি অপসারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা ।—(১)** নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে যেইসময়ে বা যেইস্থানে অবহিত হন বা উহা তাহার গোচরীভূত হয় তিনি তৎক্ষণাৎ এবং উক্ত স্থানেই উহা মুছিয়া ফেলিবার বা, ক্ষেত্রমত, অপসারণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন—

(ক) কোন প্রার্থীর বহু রঙের পোস্টার, ক্যালেন্ডার বা কোন প্রচারপত্র বা প্রতিকৃতি বা নির্ধারিত সাইজ হইতে বড় সাইজের পোস্টার বা প্রতীক;

(খ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রকাশের স্থান, মুদ্রিত পোস্টারের সংখ্যা এবং মুদ্রণের তারিখ বিহীন পোস্টার;

(গ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরি গেইট বা তোরণ বা ঘের;

(ঘ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরী প্যান্ডেল;

(ঙ) কোন প্রার্থী কর্তৃক প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোফোন;

(চ) নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস বা উক্ত ক্যাম্প বা অফিসে ব্যবহৃত টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি;

(ছ) কোন মিছিল বা মশাল মিছিল বাহির করিবার লক্ষে ব্যবহৃত ট্রাক, বাস, মিনিবাস, কার, ট্যাক্সি, ট্যাক্সি ক্যাব, মটর সাইকেল, রিক্সা, বাই-সাইকেল, স্পীড বোট, নৌ-যান, ইত্যাদি;

(জ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বা ভাড়া করা যে কোন প্রকার যানবাহন বা জলযান;

(ঝ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা;

(ঞ) কোন প্রার্থীর জন্য প্রচারণার পন্থা হিসেবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন, বা উক্তরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নহে এইরূপ স্থানে অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা।

(২) কোন পুলিশ কর্মকর্তা, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপবিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করিলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে, এবং উক্ত গৃহীত ব্যবস্থা কর্মকর্তার সার্ভিস রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য সদস্যকে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উপবিধি (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপালন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট করিবেন।

(৪) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, উপবিধি (৩) এ উল্লিখিত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার করিলে বা অবহেলা করিলে, তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার ক্ষেত্রেও উপবিধি (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৫) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে উপবিধি (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট অনুরূপ নির্দেশ পালন করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(৬) কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত উপবিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার বা অবহেলা করিলে, তিনি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, অথবা উভয়েই বিধি ৭০ এর অধীন বেআইনি আচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৭) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোন পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপসারণের সময় বিনষ্ট না হইয়া থাকিলে, উক্ত পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী নিকটতম থানার হেফাজতে রাখিতে হইবে এবং কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকিলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হইবার পর জব্দকৃত মালামাল বিনষ্ট করা যাইবে বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৮) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য এই বিধির অধীন তাহার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ যে কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(৯) এই বিধির অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও অবহিত করিতে হইবে।

(১০) এই বিধির অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা, এই বিধিমালার অন্য কোন বিধানের অধীন গৃহীতব্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোন শাস্তির অতিরিক্ত হইবে।

(১১) এই বিধির অধীন কোন ব্যবস্থা বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, উভয়দিনসহ, যে কোন সময়ে গ্রহণ করা যাইবে।

৮৫। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ—(১)** কোন আদালত কমিশনের অনুমোদনক্রমে বা কমিশন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোন লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, বিধি ৭৭ এর উপবিধি (২), বিধি ৭৮, বিধি ৭৯, বিধি ৮০ বা বিধি ৮১ এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবে না।

(২) যদি কমিশনের নিকট ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, বিধি ৭৭ এর উপবিধি (২), বিধি ৭৮, বিধি ৭৯, বিধি ৮০ ও বিধি ৮১ তে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা উদঘাটনের জন্য তৎবিবেচনায় উপযুক্ত কোন তদন্ত করাইতে বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করিতে বা করাইতে পারিবে।

৮৬। **কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ।**—ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য ব্যতীত, আপাততঃ নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে—

(ক) বিধি ৭২, বিধি ৭৪, বিধি ৭৫, বিধি ৭৬, বিধি ৭৭ এর উপবিধি (১) এবং বিধি ৭৮ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯০ এর উপধারা (১) এর যে কোন দফার অধীন অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্যবিধির সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুযায়ী অনুরূপ কোন অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে (Summary Trial) বিচার করিতে পারিবেন।

৮৭। **কতিপয় মামলা দায়েরের সময়সীমা।**—বিধি ৬৯, বিধি ৭০, বিধি ৭১, বিধি ৭২, বিধি ৭৩ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটির সংঘটিত হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়; বা

(খ) সংঘটিত অপরাধ নির্বাচন সংক্রান্ত হইলে এবং নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, অনুরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

৮৮। **গাড়ি হুকুম দখলে সরকারের ক্ষমতা।—(১)** সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কমিশন অনুরোধ করিলে, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে ব্যালট বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচন সংক্রান্ত জিনিসপত্র বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আনা-নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন যানবাহন বা জলযান হুকুম দখল করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন যানবাহন বা জলযান এইরূপে হুকুম দখল করা যাইবে না।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন কোন হুকুম দখলকৃত যানবাহন বা জলযানের মালিককে, সরকার বা যানবাহন বা জলযানটির হুকুম দখলকারী কর্মকর্তা, স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ভাড়ার ভিত্তিতে উহার ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যানবাহন বা জলযানের মালিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিলে সরকার, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত সালিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

৮৯। **কতিপয় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলি সংক্রান্ত।**—(১) বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর এবং কমিশন কর্তৃক বিধি ৪৩ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে, কমিশনের সহিত পরামর্শ ব্যতীত, বদলি করা যাইবে না:—

(ক) পুলিশ কমিশনার;

(খ) জেলা প্রশাসক;

(গ) পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট;

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার; এবং

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলা/থানা এলাকায় কর্মরত অধ:স্তন কর্মকর্তা।

(২) কমিশন কোন পুলিশ কমিশনার বা জেলা প্রশাসক বা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী কোন কর্মকর্তাকে বা তাহাদের অধ:স্তন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের বাহিরে বদলি করা প্রয়োজন বলিয়া লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তাগণকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করিবে।

(৩) নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বিধি ৮ এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারকে, রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের বাহিরে বদলি করা যাইবে না।

৯০। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা।**—ভিন্নরূপ কোন বিধান ব্যতীত, কমিশন—

(ক) ভোটগ্রহণের দিন যে কোন অথবা সকল ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধসহ নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে সামগ্রিক নির্বাচন বন্ধ করিতে পারিবে, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্র অবৈধ দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ব্যালট পেপার ভর্তি ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জোরপূর্বক অন্যের ভোট প্রদান, চাপ সৃষ্টিসহ বিধি বহির্ভূত বিভিন্ন অপকর্মের কারণে বা উহার বিবেচনায় অন্য যে কোন কারণে ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবে না;

(খ) নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে যে কোন ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবে, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন, চাপ সৃষ্টি, বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবে না;

(গ) কোন ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, উহার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করিতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৯১। **নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগে কমিশনের ক্ষমতা।—(১)** কমিশন দেশি বা বিদেশি এমন কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসাবে অনুমতি দিতে পারিবে, যিনি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সহিত সংযুক্ত বা সম্পর্কিত নহেন এবং যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মতবাদ বা লক্ষ্যের প্রতি বা কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ইস্তেহার, কর্মসূচি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত নহেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসারে পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে, কোন ভোটকেন্দ্রের কাছে অবস্থান করিয়া বা প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, কোন ভোটকক্ষ বা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া ভোট পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩)রিটার্নিং অফিসার কিংবা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উপবিধি (১) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কোন পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উপযোগী নহে এইরূপ কোন কার্যকলাপকে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন বা কোনভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত রিটার্নিং অফিসার কিংবা প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনি এলাকা বা ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (৩) এর অধীন গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে রিপোর্ট করিবেন।

(৫) কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষক ভোটের নিরপেক্ষতা, ভোটকেন্দ্রের ভিতরের ও বাহিরের পরিবেশ ও শৃংখলা, আইন ও বিধিমালা প্রতিপালন বা নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়ে তাহার পর্যবেক্ষণের উপর কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন।

(৬) আইন ও এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন বা, ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার, এই বিধিমালার অধীন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উহার নিকট পেশকৃত বা প্রেরিত অন্য কোন রিপোর্টের সহিত কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের রিপোর্টও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৯২। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালার কোন বিধানে অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ জারি করিতে পারিবে।

ক্রমিক নম্বর [ ]

তফসিল-১

ফরম–ক

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

[ ] জেলা পরিষদ [ ] জেলা

প্রথম খণ্ড : মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, [ ]

(প্রস্তাবকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রস্তাবকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর [ ]

(জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ] এতদ্বারা

[ ] জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(জেলা পরিষদের নাম)

[ ]

(প্রার্থীর নাম)

[ ]

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] এর নাম প্রস্তাব

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত অনুরূপ স্বাক্ষর)

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(সমর্থনকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর _____

(সমর্থনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর _____

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর _____

(জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ওয়ার্ড নম্বর _____ এতদ্বারা

_____ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(জেলা পরিষদের নাম)

_____

(প্রার্থীর নাম)

_____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর _____ এর মনোনয়ন সমর্থন

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ _____ দিন _____ মাস _____ বৎসর

_____

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত অনুরূপ স্বাক্ষর)

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, [ ]

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম [ ]

(প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

মাতার নাম [ ]

(প্রার্থীর মাতার নাম)

ঠিকানা [ ]

(প্রার্থীর ঠিকানা)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ]

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ] ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ]

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

(খ) জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(২) অনুযায়ী চেয়ারম্যানরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নহি; এবং

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) আমার ১২ ডিজিটের টিআইএন নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] এবং আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদ এর কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম [ ]।

(৬) নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর [ ], ব্যাংকের নাম [ ], শাখার নাম [ ]

(৭) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার ট্রেজারি চালান এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

দ্বিতীয় **খণ্ড** ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

৩। পিতার নামঃ

৪। মাতার নামঃ

৫। স্বামী/স্ত্রীর নামঃ

৬। জন্ম তারিখঃ দিন মাস বৎসর

৭। বয়স : বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থানঃ

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

স্থায়ী	বর্তমান

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগঃ

টেলিফোন নম্বর	
মোবাইল নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে)	

১১। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১২। বৈবাহিক অবস্থা (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ অন্যান্য ☐

১৩। পেশাঃ

১৪। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানাঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশাঃ

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্যঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খন্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী [ ]

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ বা বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

১।

২।

৩।

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযোজন করিতে হইবে)

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] জেলা পরিষদ হইতে চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রার্থী [ ] এর মনোনয়নপত্রটি অনলাইনে অথবা প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক

[ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

হলফনামা সংযুক্তি-১

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি _____

(প্রার্থীর নাম)

জন্ম তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

পিতা/স্বামীর নাম _____

মাতার নাম _____

বর্তমান ঠিকানা _____

স্থায়ী ঠিকানা _____

_____ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা _____ এবং সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি
(উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)

এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত নহি _____ [(প্রযোজ্য হলে টিক চিহ্ন দিন)]।

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় নাই _____ [(প্রযোজ্য হলে টিক চিহ্ন দিন)]।

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১	২	৩	৪	৫
১				
২				
৩				

৪. আমার ব্যবসা/পেশার বিবরণীঃ

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস / উৎসসমূহ

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎসের বিবরণ	উক্ত খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়
১	২	৩	৪
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকুরি		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী বা স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণীঃ

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	২	৩	৪	৫
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মটরগাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার, বিমান ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কৃষি জমি					
২	অকৃষি জমি					
৩	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক					
৪	বাড়ি বা এপার্টমেন্ট					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায়-দেনাসমূহ

দায়-দেনাসমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ

ঋণের ধরন	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলীকরণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম _____

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নামঃ _____

মাতার নামঃ _____

ঠিকানাঃ _____

যিনি জনাব/বেগমঃ _____

(শনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানাঃ _____

এর মাধ্যমে শনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিকের নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর

তফসিল-১

ফরম–ক-১

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

জেলা পরিষদ

সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড নম্বর জেলা

প্রথম খন্ড : মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

(প্রস্তাবকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর

(জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ওয়ার্ড নম্বর এতদ্বারা

জেলা পরিষদের নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(জেলা পরিষদের নাম)

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ দিন মাস বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত অনুরূপ স্বাক্ষর)

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(সমর্থনকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর _____

(সমর্থনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর _____

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর _____

(জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ওয়ার্ড নম্বর _____ এতদ্বারা

_____ জেলা পরিষদের _____ নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(জেলা পরিষদের নাম)

_____

(প্রার্থীর নাম)

_____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর _____ এর মনোনয়ন সমর্থন

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ _____ দিন _____ মাস _____ বৎসর

_____

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত অনুরূপ স্বাক্ষর)

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, ☐

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম ☐

(প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

মাতার নাম ☐

(প্রার্থীর মাতার নাম)

ঠিকানা ☐

(প্রার্থীর ঠিকানা)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ☐

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ☐ ওয়ার্ড নম্বর ☐☐

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

(খ) জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(২) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নহি; এবং

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি ☐ ।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা ☐ ।

আমার ১২ ডিজিটের টিআইএন নম্বর ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ এবং আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদ এর কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম ☐

(৬) নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর ☐ , ব্যাংকের নাম ☐ , শাখার নাম ☐

(৭) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার ট্রেজারি চালান এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর ☐

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

দ্বিতীয় **খণ্ড** ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

৩। পিতার নামঃ

৪। মাতার নামঃ

৫। স্বামী/স্ত্রীর নামঃ

৬। জন্ম তারিখঃ দিন মাস বৎসর

৭। বয়স : বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থানঃ

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

স্থায়ী	বর্তমান

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগঃ

টেলিফোন নম্বর	
মোবাইল নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে)	

১১। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১২। বৈবাহিক অবস্থা (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ অন্যান্য ☐

১৩। পেশাঃ

১৪। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানাঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশাঃ

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্যঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী [ ]

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ বা বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

১।

২।

৩।

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযোজন করিতে হইবে)

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] জেলা পরিষদ হইতে [ ] নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী [ ] এর মনোনয়নপত্রটি অনলাইনে অথবা প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর

তারিখ বেলা [ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখঃ [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

সংযুক্তি-১

হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক **পূ**রণীয়)

আমি ____________________

(প্রার্থীর নাম)

জন্ম তারিখ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

পিতা/স্বামীর নাম ____________________

মাতার নাম ____________________

বর্তমান ঠিকানা ____________________

স্থায়ী ঠিকানা ____________________

____________ জেলা পরিষদের ☐☐ নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ☐ এবং সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি

(উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)

এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত নহি ☐ [(প্রযোজ্য হলে টিক চিহ্ন দিন]।

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় নাই [ ] [(প্রযোজ্য হলে টিক চিহ্ন দিন]।

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১	২	৩	৪	৫
১				
২				
৩				

৪. আমার ব্যবসা/পেশার বিবরণীঃ

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎসের বিবরণ	উক্ত খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়
১	২	৩	৪
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকরি		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী বা স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণীঃ

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	২	৩	৪	৫
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার, বিমান ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী			
৯	আসবাবপত্র			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কৃষি জমি					
২	অকৃষি জমি					
৩	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক					
৪	বাড়ি বা এপার্টমেন্ট					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায়-দেনাসমূহ

দায়-দেনাসমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ

ঋণের ধরন	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলীকরণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সংগে দাখিলকৃত সকল দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নামঃ

মাতার নামঃ

ঠিকানাঃ

যিনি জনাব/বেগমঃ

(শনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানাঃ

এর মাধ্যমে শনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিকের নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর

তফসিল-১

ফরম–ক-২

[বিধি ১২ (৩) দ্রষ্টব্য]

সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

জেলা পরিষদ

ওয়ার্ড নম্বর জেলা

প্রথম খণ্ড : মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

(প্রস্তাবকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর

(জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ওয়ার্ড নম্বর এতদ্বারা

জেলা পরিষদের নম্বর সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(জেলা পরিষদের নাম)

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ দিন মাস বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত অনুরূপ স্বাক্ষর)

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(সমর্থনকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর _____

(**সমর্থনকারীর** জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর _____

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

জেলা পরিষদের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর _____

(জেলা পরিষদের ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ওয়ার্ড নম্বর _____ এতদ্বারা

_____ জেলা পরিষদের _____ নম্বর সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(জেলা পরিষদের নাম)

_____

(প্রার্থীর নাম)

_____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর _____ এর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সমর্থনকারী বা প্রস্তাবকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ _____ দিন _____ মাস _____ বৎসর _____

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত অনুরূপ স্বাক্ষর)

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম _____

(প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

মাতার নাম _____

(প্রার্থীর মাতার নাম)

ঠিকানা _____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর _____

(**প্রার্থীর** জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর)

ভোটার নম্বর _____

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর _____

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____ ওয়ার্ড নম্বর _____

(প্রার্থীর ভোটার এলাকার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি-

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

(খ) জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(২) অনুযায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নহি; এবং

(গ) একাধিক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) (ক) আমি আয়কর দাতা নহি ☐ ।

অথবা

(খ) আমি আয়কর দাতা ☐ ।

আমার ১২ ডিজিটের টিআইএন নম্বর _____

এবং আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদ এর কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৫) আমার পছন্দকৃত প্রতীকের নাম [ ]

(৬) নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর [ ] , ব্যাংকের নাম [ ] , শাখার নাম [ ]

(৭) বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার ট্রেজারি চালান এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

প্রার্থীর ছবি

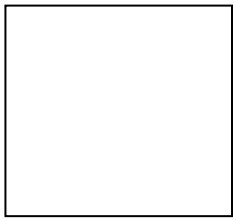

(এখানে প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

দ্বিতীয় খন্ড : প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

১। প্রার্থীর নামঃ

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

৩। পিতার নামঃ

৪। মাতার নামঃ

৫। স্বামী/স্ত্রীর নামঃ

৬। জন্ম তারিখঃ দিন মাস বৎসর

৭। বয়স ঃ বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থানঃ

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা ঃ

স্থায়ী	বর্তমান

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগঃ

টেলিফোন নম্বর	
মোবাইল নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে)	

১১। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১২। বৈবাহিক অবস্থা (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐

১৩। পেশাঃ

১৪। বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানাঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশাঃ

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্যঃ

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল / প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী [ ]

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম

কর্তৃক[ ][ ] দিন[ ][ ]মাস[ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা[ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখঃ[ ][ ] দিন[ ][ ] মাস[ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ বা বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষেত্রে কারণসমূহ

১।

২।

৩।

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযোজন করিতে হইবে)

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা [ ]

[ ] জেলা পরিষদ হইতে [ ][ ] নম্বর সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী [ ] এর মনোনয়নপত্রটি অনলাইনে অথবা প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/ সমর্থনকারী কর্তৃক [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

তারিখ বেলা [ ][ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

সংযুক্তি-১

হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক **পূ**রণীয়)

আমি [ ]

(প্রার্থীর নাম)

জন্ম তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

পিতা/স্বামীর নাম [ ]

মাতার নাম [ ]

বর্তমান ঠিকানা [ ]

স্থায়ী ঠিকানা [ ]

[ ] জেলা পরিষদের [ ][ ] নম্বর সদস্য পদে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক।

আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ] এবং সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি
(উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)
এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত নহি [ ] [(প্রযোজ্য হলে টিক চিহ্ন দিন]।

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫

৩.ক.অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় নাই [ ] [প্রযোজ্য হলে টিক চিহ্ন দিন]।

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১	২	৩	৪	৫
১				
২				
৩				

৪. আমার ব্যবসা/পেশার বিবরণীঃ

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ ঃ

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎসের বিবরণ	উক্ত খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়
১	২	৩	৪
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকরি		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী বা স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণীঃ

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	২	৩	৪	৫
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার, বিমান ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী			
৯	আসবাবপত্র			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কৃষি জমি					
২	অকৃষি জমি					
৩	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক					
৪	বাড়ি বা এপার্টমেন্ট					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায়-দেনাসমূহ

দায়-দেনাসমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ

ঋণের ধরন	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলীকরণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নামঃ

মাতার নামঃ

ঠিকানাঃ

যিনি জনাব/বেগমঃ

(শনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানাঃ

এর মাধ্যমে শনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিকের নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-খ

[বিধি ১৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

(জামানত বহির ফরম)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ট্রেজারি চালান এর বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম-গ

[বিধি ১২(৯) দ্রষ্টব্য **]**

[ ] জেলাপরিষদের চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/সদস্য পদে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বিবরণী

ওয়ার্ড নম্বর [ ][ ] (সদস্য পদের জন্য)

ক্রমিক সংখ্যা	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম এবং ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম	ঠিকানা		প্রস্তাবকারীর নাম ও ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর পক্ষে মনোনয়নপত্রের সংখ্যা	মন্তব্য
			বর্তমান	স্থায়ী				
১	২	৩	৪ (ক)	৪ (খ)	৫	৬	৭	৮
১.								
২.								
৩.								
৪.								
৫.								

স্থান: [ ]

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন।

ফরম-ঘ

[বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য]

.... জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান / সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য / সদস্য পদে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

ওয়ার্ড নম্বর ☐☐ (সদস্য পদের জন্য)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম	প্রার্থীর মাতার নাম	প্রার্থীর ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				

স্থান: ☐

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

ফরম-ঙ

[বিধি ২১(১) দ্রষ্টব্য **]**

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য/ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর বিবরণী

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

ঠিকানা

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য/ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

ফরম-চ

[বিধি ২২ (২) দ্রষ্টব্য **]** ভোটারের সংখ্যাঃ

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য/ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা

সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর (সদস্য পদের জন্য)

ওয়ার্ড নম্বর (সদস্য পদের জন্য)

ক্রমিক সংখ্যা	বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীক
১	২	৩	৪
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী ·····তারিখ সকাল .....ঘটিকা হইতে বিকাল ..... ঘটিকা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হইবে।

স্থান:

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

ফরম-ছ

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য **]**

চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	**চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার**
জেলাঃ.....	**নাম**.....**প্রতীক**.....
ক্রমিক সংখ্যা.....	**নাম**.....**প্রতীক**.....
ওয়ার্ড নম্বর.....	
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা.....	**নাম**.....**প্রতীক**.....
ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি (অফিসিয়াল বা সরকারি সিল)	

ফরম-ছ-১

[বিধি ২৯ (২) দ্রষ্টব্য **]**

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	**সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার**
ক্রমিক সংখ্যা.....	প্রতীক.....প্রতীক.....
সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর	প্রতীক.....প্রতীক.....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা.....	
ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি (অফিসিয়াল বা সরকারি সিল)	প্রতীক.....প্রতীক.....

ফরম-ছ-২

[বিধি ২৯(৩) দ্রষ্টব্য **]**

সদস্য নির্বাচনেরর জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	**সদস্য নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার**
ক্রমিক সংখ্যা.....	প্রতীক.....প্রতীক.....
ওয়ার্ড নম্বর	
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক	প্রতীক.....প্রতীক.....
সংখ্যা.....	
	প্রতীক.....প্রতীক.....
ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি (অফিসিয়াল বা সরকারি সিল)	

ফরম-জ

[বিধি ২৪(৪) দ্রষ্টব্য **]**

নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ

বরাবর

রিটার্নিং অফিসার

.....জেলা পরিষদ নির্বাচন

বিষয়: নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে.....জেলা পরিষদের.....ওয়ার্ডের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত মহিলা সদস্য/সদস্য পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী..... পিতা/স্বামী.....নির্বাচনি প্রতীক.....এর নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার জন্য জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২৪ অনুসারে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতেছি। নিম্নে তাহার বিবরণী ও তিনটি স্বাক্ষর সত্যায়ন করিলাম:-

নির্বাচনি এজেন্টের নাম	নির্বাচনি এজেন্টের পিতা/স্বামীর নাম	মাতার নাম	নির্বাচনি এজেন্টের ঠিকানা	নির্বাচনি এজেন্টের ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর	সত্যায়নকারী (প্রার্থী কর্তৃক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					১. ২. ৩.	

২। উল্লিখিত ব্যক্তি বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের ভোট চলাকালীন ও গণনাকালীন সময়েও দায়িত্ব পালন/পর্যবেক্ষণ করিবেন।

স্থান

প্রার্থীর নাম ও স্বাক্ষর
এবং
নির্বাচনি প্রতীক.....

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ফরম-জ-১

[বিধি ২৫(২) দ্রষ্টব্য **]**

পোলিং এজেন্টের ছবি

পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

বরাবর

প্রিজাইডিং অফিসার

.....ভোটকেন্দ্র

বিষয়: পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে.....জেলা পরিষদের.....ওয়ার্ডের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত মহিলা সদস্য/সদস্য পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী..... পিতা/স্বামী.....নির্বাচনি প্রতীক.....এর ....ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার জন্য জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২৫ অনুসারে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করিতেছি।

ক্রমিক সংখ্যা	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের পিতা/স্বামীর নাম	পোলিং এজেন্টের ঠিকানা	পোলিং এজেন্টের ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					

২। .....ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনাকালীন সময়েও দায়িত্ব পালন করিবেন।

স্থান

প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টের নাম ও

স্বাক্ষর

এবং

নির্বাচনি প্রতীক.....

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ফরম-জ-২

[বিধি ২৫(৩) দ্রষ্টব্য]

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/ সদস্য পদে নির্বাচনে নিয়োগকৃত

পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির রেকর্ড

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

ওয়ার্ড নম্বর (সদস্যের জন্য)

ক্রমিক সংখ্যা	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির স্বাক্ষর	নির্বাচনি প্রতীক	পোলিং এজেন্টের ভোটকক্ষে আগমন ও প্রস্থানের সময়				মন্তব্য
				আগমন	প্রস্থান	আগমন	প্রস্থান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.								
২.								
৩.								
৪.								
৫.								
৬								
৭								
৮								
৯								
১০								
১১								
১২								
১৩								
১৪								
১৫								
১৬								

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল
(সিল না থাকিলে নাম ও পদবি উল্লেখ করিতে হইবে)

ফরম-ঝ

[বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য]

ব্যালট বাক্সের হিসাব

[ ] জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/ সদস্য নির্বাচন

ওয়ার্ড নম্বর [ ]

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম [ ]

ভোটকক্ষের নম্বর	ব্যালট বাক্সের ক্রমিক নম্বর	ব্যালট বাক্স গ্রহণকারী পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর	তারিখ এবং সময়	পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, যদি কেহ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরদানে ইচ্ছুক হন	প্রিজাইডিং অফিসারের মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬

ইস্যুকৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যাঃ

ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যাঃ

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

ফরম-এঃ

[বিধি ৩৯ দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ভোট গণনার বিবরণী

	জেলা পরিষদ		নম্বর ওয়ার্ড		জেলা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

ভোটগ্রহণ আরম্ভ করার সময় | ভোটগ্রহণ শেষ করার সময়

ভোটগণনা আরম্ভ করার সময় | ভোটগণনা শেষ করার সময়

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	বৈধ ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট			

১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা :

২। অবৈধ (বাতিল) ভোটের সংখ্যা :

৩। বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ভোটের মোট সংখ্যা (১+২ এর সমষ্টি) :

উপস্থিত ভোটার সংখ্যা | অনুপস্থিত ভোটার সংখ্যা

স্থান:

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট	NID নম্বর	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪

ফরম-ঞ-১

[বিধি ৩৯ দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ভোট গণনার বিবরণী

_____ জেলা পরিষদ ___ সংরক্ষিত নম্বর ওয়ার্ড _____ জেলা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম _____

মোট ভোটার সংখ্যা _____

ভোটগ্রহণ আরম্ভ করার সময় _____ ভোটগ্রহণ শেষ করার সময় _____

ভোটগণনা আরম্ভ করার সময় _____ ভোটগণনা শেষ করার সময় _____

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	বৈধ ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট			

১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা : _____

২। অবৈধ (বাতিল) ভোটের সংখ্যা : _____

৩। বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ভোটের মোট সংখ্যা (১+২ এর সমষ্টি) : _____

উপস্থিত ভোটার সংখ্যা _____ অনুপস্থিত ভোটার সংখ্যা _____

স্থান: _____

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ __ __ দিন __ __ মাস __ __ __ __ বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট	NID নম্বর	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪

ফরম-ঞ-২

[বিধি ৩৯ দ্রষ্টব্য]

সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ভোট গণনার বিবরণী

	জেলা পরিষদ		নম্বর ওয়ার্ড		জেলা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

ভোটগ্রহণ আরম্ভ করার সময়		ভোটগ্রহণ শেষ করার সময়	
ভোটগণনা আরম্ভ করার সময়		ভোটগণনা শেষ করার সময়	

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	বৈধ ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট			

১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা :

২। অবৈধ (বাতিল) ভোটের সংখ্যা :

৩। বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ভোটের মোট সংখ্যা (১+২ এর সমষ্টি) :

উপস্থিত ভোটার সংখ্যা অনুপস্থিত ভোটার সংখ্যা

স্থান:

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট	NID নম্বর	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪

ফরম-ট

[বিধি ৪০(৪) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব

	জেলা পরিষদ		নম্বর ওয়ার্ড		জেলা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা হইতে

মোট

২। **ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা** :

(ক) ১. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত বৈধ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা .....

২. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা .....

(খ) বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

(গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

মোট সংখ্যা [(ক)+(খ)+(গ)] .....

৩। **অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা** .....হইতে .....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট..... *

মোট .....

৪। **ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা** (ক্রমিক নম্বর ২ ও ৩ এর যোগফল)**.....**

[(১) নম্বর দফার মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনি এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

*স্থান সংকুলান না হইলে প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠায় লিখুন।

ফরম-ট-১

[বিধি ৪০(৪) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব

	জেলা পরিষদ		নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড	জেলা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা হইতে

মোট

২। **ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা** :

(ক) ১. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত বৈধ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা .....

২. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা .....

(খ) বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

(গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

মোট সংখ্যা [(ক)+(খ)+(গ)] .....

৩। **অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা** .....হইতে .....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট..... *

মোট .....

৪। **ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা** (ক্রমিক নম্বর ২ ও ৩ এর যোগফল)**.....**

[(১) নম্বর দফার মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনি এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

*স্থান সংকুলান না হইলে প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠায় লিখুন।

ফরম-ট-২

[বিধি ৪০(৪) দ্রষ্টব্য]

সদস্য নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব

	জেলা পরিষদ		নম্বর ওয়ার্ড		জেলা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা হইতে

মোট

২। **ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা** :

(ক) ১. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত বৈধ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা .....

২. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা .....

(খ) বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

(গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

মোট সংখ্যা [(ক)+(খ)+(গ)] .....

৩। **অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা** .....হইতে .....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট.....

.....হইতে.....মোট..... *

মোট .....

৪। **ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা** (ক্রমিক নম্বর ২ ও ৩ এর যোগফল)**.....**

[(১) নম্বর দফার মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনি এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

*স্থান সংকুলান না হইলে প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠায় লিখুন।

ফরম-ঠ

[বিধি ৪২(১) ও (৬) দ্রষ্টব্য **]**

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

	জেলা পরিষদ		**জেলা**

ক্রমিক নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা						প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			শতকরা হার
			ক *	খ *	গ *	ঘ *	ঙ *	চ *	বৈধ	অবৈধ (বাতিলকৃত)	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)	৫	৬	৭	৮
সর্বমোট												

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

ঠিকানা

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থানঃ

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের নাম	নির্বাচনি প্রতীক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর

*প্রার্থীর নাম ও প্রতীক

ফরম-ঠ-১

[বিধি ৪২(১) ও (৬) দ্রষ্টব্য **]**

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

	জেলা পরিষদ		নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড		জেলা

ক্রমিক নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা						প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			শতকরা হার
			ক *	খ *	গ *	ঘ *	ঙ *	চ *	বৈধ	অবৈধ (বাতিলকৃত)	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)	৫	৬	৭	৮
সর্বমোট												

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

ঠিকানা

জেলা পরিষদের নম্বর সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন

স্থানঃ

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের নাম	নির্বাচনি প্রতীক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর

*প্রার্থীর নাম ও প্রতীক

ফরম-ঠ-২

[বিধি ৪২(১) ও (৬) দ্রষ্টব্য **]**

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

	জেলা পরিষদ		নম্বর ওয়ার্ড		জেলা

ক্রমিক নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা						প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			শতকরা হার
			ক *	খ *	গ *	ঘ *	ঙ *	চ *	বৈধ	অবৈধ (বাতিলকৃত)	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)	৫	৬	৭	৮
সর্বমোট												

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

ঠিকানা

	জেলা পরিষদের		নম্বর সদস্য পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থানঃ

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের নাম	নির্বাচনি প্রতীক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর

*প্রার্থীর নাম ও প্রতীক

ফরম-ড

[বিধি ৪৩ দ্রষ্টব্য **]**

চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের তালিকা

	জেলা পরিষদ

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের নাম, পিতা/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যেই ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন সেই ওয়ার্ডের নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	যেই পদে নির্বাচিত হইয়াছেন
১	২	৩	৪

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

(বিঃ দ্রঃ—প্রথমে চেয়ারম্যান, তারপর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং পরে সদস্যগণের নাম লিখিতে হইবে)

ফরম-ঢ

[বিধি ৪৮ (১) দ্রষ্টব্য]

[ ] **জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান /** [ ] **নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য /** [ ] **নম্বর সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্ত নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও ব্যয়ের সম্ভাব্য খাতসমূহের বিবরণী**

প্রার্থীর নাম	
প্রার্থীর ঠিকানা	

১. প্রথম ভাগ: অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসসমূহ

ক অংশঃ নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎস
১	২

খ অংশঃ আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয় -স্বজনের আয়ের উৎস
১	২	৩	৪	৫

গ অংশঃ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস
১	২	৩	৪	৫

ঘ অংশঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা
১	২	৩

ঙ অংশঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা
১	২	৩

চ অংশঃ ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আয়ের উৎস
১	২	৩

২. দ্বিতীয় ভাগ : সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ

ক. **পোস্টার খরচ** (প্রত্যেকটি পোস্টারে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রকাশের স্থান, সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ থাকিতে হইবে)

পোস্টারের সম্ভাব্য সংখ্যা	সম্ভাব্য মোট খরচ
১	২

খ. **নির্বাচনি ক্যাম্প/অফিস খরচ**

নির্বাচনি ক্যাম্প/অফিসের সম্ভাব্য সংখ্যা	ক্যাম্প/অফিস স্থাপনে সম্ভাব্য মোট খরচ	ক্যাম্প/অফিসে কর্মীদের জন্য সম্ভাব্য মোট খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪=(২+৩)

গ. **প্রার্থীর যাতায়াত খরচ**

নিজের বা নির্বাচনি এজেন্টের সম্ভাব্য মোট খরচ	কর্মীদের সম্ভাব্য মোট খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩=(১+২)

(ঘ) ঘরোয়া বৈঠক/সভা খরচ

ভেন্যুর সম্ভাব্য ভাড়া	সভা আয়োজনের জন্য জনবল/শ্রমিকের সম্ভাব্য মোট পারিশ্রমিক	আসবাবপত্রের সম্ভাব্য মোট ভাড়া	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪=(১+২+৩)

(ঙ) লিফলেট খরচ

মুদ্রণকারী প্রেসের নাম	লিফলেটের সম্ভাব্য সংখ্যা	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩=(১+২)

(চ) হ্যান্ডবিল খরচ

মুদ্রণকারী প্রেসের নাম	হ্যান্ডবিলের সম্ভাব্য সংখ্যা	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩=(১+২)

(ছ) ব্যানার খরচ

ব্যানারের সম্ভাব্য সংখ্যা	ব্যানার তৈরী বাবদ সম্ভাব্য খরচ	ব্যানার টাঙ্গানো বাবদ সম্ভাব্য খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪=(২+৩)

(জ) ডিজিটাল ব্যানার খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ডিজিটাল ব্যানারের সম্ভাব্য সংখ্যা	ডিজিটাল ব্যানার তৈরী বাবদ সম্ভাব্য খরচ	ডিজিটাল ব্যানার টাঙ্গানো বাবদ সম্ভাব্য খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪=(২+৩)

(ঝ) পোষ্টেট খরচ

পোষ্টেট এর সম্ভাব্য সংখ্যা	পোষ্টেট মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	পোষ্টেট তৈরী বাবদ সম্ভাব্য খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪=(২+৩)

(ঞ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীক খরচ

প্রতীকের সম্ভাব্য সংখ্যা	ছবি বা প্রতীক তৈরী বাবদ সম্ভাব্য খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩

(ট) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অফিস আপ্যায়ন খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

অফিসের সম্ভাব্য সংখ্যা	দৈনিক আপ্যায়ন বাবদ সম্ভাব্য খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩

(ঠ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী বাবদ খরচ

কর্মীর সম্ভাব্য সংখ্যা	জনপ্রতি দৈনিক আপ্যায়ন বাবদ সম্ভাব্য খরচ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩

(ড) বিবিধ খরচ

খাতের নাম	খরচের সম্ভাব্য পরিমাণ	সম্ভাব্য সর্বমোট খরচ
১	২	৩

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-ণ

[বিধি ৫১(১) দ্রষ্টব্য]

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/ সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্ত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন

(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য)

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম

প্রতিন্দ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা

নির্বাচনি এজেন্টের নাম

নির্বাচনি এজেন্টের ঠিকানা

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর , ব্যাংকের নাম , শাখার নাম

১। প্রচারণা

(ক) পোস্টার:

মুদ্রণকারী প্রেসের নাম	ডিজাইন বাবদ খরচ	সাইজ	সংখ্যা	প্রত্যেকটি পোস্টার বাবদ খরচ			মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ সর্বমোট খরচ	পরিবহন		ঝুলানো		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
				মুদ্রণ	কাগজ	মোট		স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান (সংখ্যা)	খরচ		
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৫=৫(ক)+৫(খ)	৬=৪×৫	৭ (ক)	৭(খ)	৮(ক)	৮(খ)	৯	১০={২+৬+৭(খ)+৮(খ)+৯}
সর্বমোট খরচ													

(খ) লিফলেট:

মুদ্রণকারী প্রেসের নাম	ডিজাইন বাবদ খরচ	সাইজ	সংখ্যা	প্রত্যেকটি লিফলেট বাবদ খরচ			মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ মোট খরচ	পরিবহন		বিতরণ বাবদ		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
				মুদ্রণ	কাগজ	মোট		স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান (সংখ্যা)	খরচ		
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৫=৫(ক)+৫(খ)	৬=৪×৫	৭ (ক)	৭(খ)	৮(ক)	৮(খ)	৯	১০={২+৬+৭(খ)+৮(খ)+৯}
সর্বমোট খরচ													

(গ) হ্যান্ডবিল:

মুদ্রণকারী প্রেসের নাম	ডিজাইন বাবদ খরচ	সাইজ	সংখ্যা	প্রত্যেকটি হ্যান্ডবিল বাবদ খরচ			মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ মোট খরচ	পরিবহন		বিতরণ বাবদ		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
				মুদ্রণ	কাগজ	মোট		স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান (সংখ্যা)	খরচ		
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৫=৫(ক)+৫(খ)	৬=৪×৫	৭ (ক)	৭(খ)	৮(ক)	৮(খ)	৯	১০={২+৬+৭(খ)+৮(খ)+৯}
সর্বমোট খরচ													

(ঘ) ব্যানার:

ব্যানারের সাইজ	প্রত্যেকটি ব্যানার তৈরী বাবদ কাপড়ের পরিমাণ	ব্যানারের সংখ্যা	প্রত্যেকটি ব্যানার বাবদ খরচ			ব্যানার তৈরী বাবদ সর্বমোট খরচ	পরিবহন		টাঙ্গানো বাবদ		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
			কাপড় বাবদ	লেখা বাবদ	মোট		স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান (সংখ্যা)	খরচ		
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪=৪(ক)+৪(খ)	৫=৩×৪	৬ (ক)	৬(খ)	৭(ক)	৭(খ)	৮	৯={৫+৬(খ)+৭(খ)+৮}
সর্বমোট খরচ												

(ঙ) ডিজিটাল ব্যানার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

ব্যানারের সাইজ	সংখ্যা	প্রত্যেকটি বানার বাবদ খরচ				ব্যানার তৈরী বাবদ সর্বমোট খরচ	পরিবহন		টাঙ্গানো বাবদ		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
		সিনথেটিক	কাপড়	প্রিন্ট	মোট		স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান (সংখ্যা)	খরচ		
১	২	৩(ক)	৩(খ)	৩(গ)	৩(ঘ)	৪=২×৩	৫(ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৭	৯={৪+৫(খ)+৬(খ)+৭}
সর্বমোট খরচ												

(চ) ঘরোয়া বৈঠক/সভা:

সভার তারিখ ও সময়	সভা আয়োজনের স্থান (ভেন্যু উল্লেখপূর্বক)	ভেন্যুর ভাড়া	সভা আয়োজনের জন্য জনবল/শ্রমিকের পারিশ্রমিক (হার উল্লেখপূর্বক)			আসবাবপত্রের ভাড়া			অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (প্রত্যেকটি ঘরোয়া বৈঠক/সভার খরচ উল্লেখ করিয়া খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
			সংখ্যা	জনপ্রতি পারিশ্রমিক	সর্বমোট	সংখ্যা	প্রত্যেকটির ভাড়া	সর্বমোট		
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫=৪(ক)×৪(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬=৬(ক)×৬(খ)	৭	৮={৩+৫+৬+৭}
সর্বমোট খরচ										

(ছ) পোস্টার:

পোস্টার এর সাইজ ও রং	সংখ্যা ও মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রত্যেকটি পোস্টার বাবদ খরচ				পোস্টার তৈরী বাবদ সর্বমোট খরচ	পরিবহন		টাঙ্গানো বাবদ		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
		সিনথেটিক/কাগজ/হার্ডবোর্ড/কাপড়		মুদ্রণ	মোট		স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান (সংখ্যা)	খরচ		
১	২	৩(ক)	৩(খ)	৩(গ)	৩	৪=২×৩	৫ (ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৭	৯={৪+৫(খ)+৬(খ)+৭}
সর্বমোট খরচ												

(জ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীক:

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীক	প্রতীকের সাইজ ও ধরন (কি দ্বারা তৈরী)	সংখ্যা	ছবি বা প্রতীক তৈরী বাবদ সর্বমোট খরচ	পরিবহন		টাঙ্গানো বাবদ		অন্যান্য বাবদ খরচ	সর্বমোট (খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
				স্থান (সংখ্যা)	খরচ	স্থান সংখ্যা	খরচ		
১	২	৩	৪=২×৩	৫ (ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)	৭	৮={৪+৫(খ)+৬(খ)+৭}
সর্বমোট খরচ									

(ঝ) ক্যাম্প/অফিস খরচ:

ক্যাম্পের স্থান	তারিখ উল্লেখসহ সময়সীমা	আয়তন (বর্গফুট)	ক্যাম্প তৈরীর জিনিসপত্র/ক্যাম্পের ভাড়া	প্রত্যেকটির খরচ	আসবাবপত্রের ভাড়া				অন্যান্য খরচ (যদি থাকে)	সর্বমোট (খরচ উল্লেখ করিয়া খরচের ভাউচারসহ দিতে হইবে)
					ব্যবহৃত আসবাব পত্রের ধরন	সংখ্যা	প্রত্যেকটির ভাড়া	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(ক)	৭(খ)	৮=৭(ক)+৭(খ)	৯	১০
সর্বমোট খরচ										

(ঞ) প্রার্থীর অফিস আপ্যায়ন:

অফিসেরর স্থান	প্রত্যেকটি অফিসের কর্মচারীর সংখ্যা	জনপ্রতি দৈনিক আপ্যায়ন খরচ	দিন	মোট খরচ	অন্যান্য খরচ	সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪	৫=(২+৩+৪)	৬	৭=(৫+৬)
সর্বমোট খরচ						

(ট) কর্মী বাবদ খরচ:

কর্মস্থানের নাম	কর্মীর সংখ্যা	জনপ্রতি দৈনিক আপ্যায়ন খরচ	দিন	মোট খরচ	অন্যান্য খরচ	সর্বমোট খরচ
১	২	৩	৪	৫=(২+৩+৪)	৬	৭=(৫+৬)
সর্বমোট খরচ						

(ঠ) প্রার্থীর যাতায়াত খরচ:

তারিখ	প্রস্থান	আগমন	দূরত্ব (কি:মি:)	ভ্রমণে ব্যবহৃত যানবাহনের ধরন	অন্যান্য খরচ
১	২	৩	৪	৫=(২+৩+৪)	৬
সর্বমোট খরচ					

(ড) বিবিধ ব্যয়: কি কি খাতে কিভাবে খরচ হইয়াছে তাহা বিস্তারিত উল্লেখ করিতে হইবে

ক্রমিক নং	খাতের নাম	খরচের পরিমাণ
১	২	৩

অংশ খ: নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে ব্যয় করা হয় বা ব্যয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধকারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচারসমূহের ক্রমিক নম্বর	অপরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে বিলসমূহের ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে)	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (খ)	(ক) ও (খ) এর যোগফল						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

অংশ গ: প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য প্রার্থীর সর্বমোট ব্যক্তিগত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ

অংশ ঘ: বিতর্কিত দাবীর হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত হওয়ার কারণ
১	২	৩	৪	৫

অংশ ঙ: দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ অপরিশোধিত থাকার কারণ
১	২	৩	৪	৫

অংশ চ: নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ, ইত্যাদির হিসাব

নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক অর্থ, সিকিউরিটি বা উহার সমতুল্য অর্থ গ্রহণের তারিখ	অর্থ, ইত্যাদি প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য, ইত্যাদি	অর্থ, ইত্যাদি গ্রহণ/প্রদান করার উদ্দেশ্য	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
১	২	৩	৪	৫

উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(প্রার্থী/ প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর)
নাম .....

ফরম-ত

[বিধি ৫১(২) দ্রষ্টব্য]

________ জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান/ ____ নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য / ____ নম্বর সদস্য পদে নির্বাচন

যেই ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি ________
(প্রার্থীর নাম)

________ জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান/ ____ নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য / ____ নম্বর সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে–

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ ____ দিন ____ মাস ____ বৎসর

স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম ________
(প্রার্থীর নাম)

ঠিকানা ________

যিনি জনাব/বেগম ________
(শনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা ________
(শনাক্তকারীর ঠিকানা)

কর্তৃক শনাক্তকৃত হইয়া অদ্য ____ দিন ____ মাস ____ বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম-ত-১

[বিধি ৫১(২) দ্রষ্টব্য]

[ ] পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান/[ ][ ] নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য / [ ][ ] নম্বর সদস্য পদে নির্বাচন

নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি [ ]

(প্রার্থীর নাম)

[ ] জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান/[ ][ ] নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/[ ][ ] নম্বর সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে–

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি [ ]

(নির্বাচনি এজেন্টের নাম)

ঠিকানা [ ]

(নির্বাচনি এজেন্টের ঠিকানা)

-কে আমার নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত যাবতীয় পাওনা, মীমাংসাকৃত যাবতীয় দাবী এবং সকল হিসাব তাহার দ্বারা অথবা তাহার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ উপরিউক্ত এজেন্ট-কে আমি সরবরাহ করিয়াছি এবং উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

৩। নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণীতে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম [ ]

(প্রার্থীর নাম)

ঠিকানা [ ]

(প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম [ ]

(শনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা [ ]

(শনাক্তকারীর ঠিকানা)

কর্তৃক শনাক্তকৃত হইয়া অদ্য [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

[ ]

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম-ত-২

[বিধি ৫১(২) দ্রষ্টব্য]

[ ] জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান/ [ ] নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য / [ ] নম্বর সদস্য পদে নির্বাচন

নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা

আমি [ ]

(নির্বাচনি এজেন্টের নাম)

ঠিকানা [ ]

(নির্বাচনি এজেন্টের ঠিকানা)

[ ] জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান/ [ ] নম্বর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য / [ ] নম্বর সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী

জনাব/বেগম [ ]

(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামী [ ]

(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম)

এর নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী ও সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানা মতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণীতে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের মোট পরিমাণ এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যেই সকল তথ্য দিয়াছি এবং উক্ত বিবরণীর সহিত যেই সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর [ ]

নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম [ ]

(নির্বাচনি এজেন্টের নাম)

ঠিকানা [ ]

(নির্বাচনি এজেন্টের ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম [ ]

(শনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা [ ]

(শনাক্তকারীর ঠিকানা)

কর্তৃক শনাক্তকৃত হইয়া অদ্য [ ] দিন [ ] মাস [ ] বৎসর তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

[ ]

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিক-এর স্বাক্ষর

তফসিল-২

[বিধি ১৯ (১) (ক) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান পদের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। আনারস	৭। টেবিল ফ্যান
২। কাপ-পিরিচ	৮। তালগাছ
৩। ঘোড়া	৯। প্রজাপতি
৪। চশমা	১০। মোটরসাইকেল
৫। চিংড়ি মাছ	১১। মোবাইল ফোন
৬। জিপ গাড়ি	১২। হেলিকপ্টার

তফসিল-৩

[বিধি ১৯ (১) (খ) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। কম্পিউটার	৬। ফুটবল
২। টেবিল ঘড়ি	৭। বই
৩। টেলিফোন	৮। মাইক
৪। ডিস এন্টেনা	৯। লাটিম
৫। দোয়াত কলম	১০। হরিণ

তফসিল-৪

[বিধি ১৯ (১) (গ) দ্রষ্টব্য]

সদস্য পদের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। অটোরিক্সা	৭। ঢোল
২। উটপাখি	৮। তালা
৩। ক্রিকেট ব্যাট	৯। বক
৪। ঘুড়ি	১০। বেহালা
৫। টিউবওয়েল	১১। বৈদ্যুতিক পাখা
৬। টিফিন ক্যারিয়ার	১২। হাতি

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd